দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৮ পৌষ ১৪১৮ ■ ১ জানুয়ারি ২০১২

তাং - ০১/০১/২০১২

আমের মহালাগার কারণ ও করণীয়

•কৃষিবিদ মো: শরফ উদ্দিন• উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

আম বাংলাদেশের প্রধান চাষযোগ্য অর্থকরী ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার, পুষ্টিমান এবং স্বাদ-গন্ধে ফলটি অতুলনীয়। পাক ভারত উপমহাদেশে আম সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল এবং এজন্য একে ফলের রাজা বলা হয়। আম চাষাবাদে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। তারমধ্যে বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। সঠিক সময়ে রোগ ও পোকা-মাকড় দমন করতে ব্যর্থ হলে আমের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এই সমস্ত রোগ ও পোকা-মাকড় দমনের জন্য সঠিক বালাইনাশক/ছত্রাকনাশক নির্বাচন করে নির্দিষ্ট মাত্রায় বা ডোজে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যবহার করলে খুব সহজেই রোগ ও পোকা-মাকড় দমন করে আমের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে।

মহালাগা আসলে কোনো রোগ নয় বরং এটি পোকা ও রোগের আক্রমণের ফলাফল। আমের রাজধানী বলে পরিচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্থানীয়ভাবে মহালাগা বহুল প্রচলিত। আমের বাগানগুলোতে জানুয়ারি-মার্চে মহালাগার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি। তবে কুয়াশাছন্ন আবহাওয়া এর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে। আমবাগানে মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার সময় দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা ২৫০ সেন্টিগ্রেড থাকলে মহালাগার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু হঠাৎ তাপমাত্রা বেড়ে গেলে (৩০০ সেন্টিগ্রেড) আমবাগানে হপার পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। সুতরাং এই সময়ে ঘন ঘন বাগান পরিদর্শন করতে হবে। আমবাগানে মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ দিন আগে সাইপারমেথ্রিন অথবা কার্বারিল গ্রুপের যেকোনো কীটনাশক দিয়ে ভালোভাবে সমস্ত গাছ ধুয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে গাছে বসবাসকারী হপার বা শোষক পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। যদি সঠিক সময়ে হপার পোকা দমন করা না যায় তাহলে পরবর্তীতে আমের ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। যেমন হপার পোকা আম গাছের কচি অংশের রস চুসে খেয়ে বেঁচে থাকে। আমের মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে এগুলো মুকুলকে আক্রমণ করে। এই পোকা আমের মুকুল থেকে রস চুসে খায় ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষন করে এবং দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয় যা মধুরস বা হানিডিউ (Honeydew) নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে। মধুরসে এক প্রকার ছত্রাক জন্মায়।

এই ছত্রাক জন্মানোর কারণে মুকুল, ফুল ও পাতার উপর কালো রঙয়ের স্তর পড়ে যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থানীয়ভাবে এটি মহালাগা নামে পরিচিত। আক্রান্ত আমগাছে অধিকাংশ সময় আমশূন্য মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণে আমের উৎপাদন ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে।

দমন পদ্ধতি: ১. হপার পোকা অন্ধকার বা বেশি ছায়াযুক্ত স্থান পছন্দ করে তাই নিয়মিতভাবে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে যাতে গাছের মধ্যে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

২. আমের মুকুল যখন ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার হয় অর্থাৎ ফুল ফোটার আগে তখন একবার এবং আম যখন মটর দানাকৃতি হয় তখন আর একবার প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছে স্প্রে করতে হবে।

৩. আমের হপার পোকার কারণে যেহেতু সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগের আক্রমণ হয়, তাই রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক হপার পোকা দমনের জন্য ব্যবহার্য কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তবে মহালাগা দমনের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।

লেখা পাঠাতে: momkrishi@gmail.com
ফোন: ০১৭১২৪৪২৪১০